

Dated: 16. 02. 2018

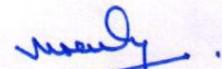
Enclosed is the news clipping appeared in the 'Ananda Bazar Patrika,' a Bengali daily dated 16.02.2018, the news item is captioned 'হল্ট স্টেশনে হামলা, পুল নিরাপত্তা নিয়ে'

SRP-Howrah is directed to enquire into the matter and to submit a report by 22nd March, 2018.

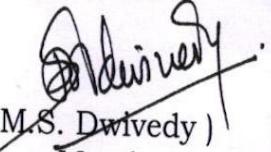


(Justice Girish Chandra Gupta)

Chairperson



(Naparajit Mukherjee)
Member



(M.S. Dwivedy)
Member

হল্ট স্টেশনে হামলা, পুরু নিরাপত্তা নিয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা

রেলের 'হল্ট' স্টেশনগুলিতে যাত্রী নিরাপত্তার যে কোনও বালাই নেই তা ফের অমানিত হল। বুধবারি রাতে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের দাশনগর হল্ট স্টেশনের কাছে রেললাইনের উপরে দুর্ঘটনার হাতে আক্রান্ত হন এক ব্যবসায়ী। তাঁকে অবৈ দিয়ে কথিয়ে টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে পালায় দুর্ঘটীর।

গত মাসে প্রায় একই ঘটনা ঘটেছিল দাশনগরের পরের স্টেশন রামরাজ্যাতলায়। সেখানে দিনের বেলা টেনের ধাকার আহত এক যাত্রী প্রায় এক ঘণ্টা রেললাইনে পড়ে ছটফট করলেও তাঁকে সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে আসেনি। শেষ পর্যন্ত সেখানে পড়ে থেকেই মৃত্যু হয়েছিল তাঁর। রেলের পুরু থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল, রামরাজ্যাতলা একটি হল্ট স্টেশন। সেখানে রেলের কোনও কর্মী, রেলপুলিশ বা রেলর কোর্টী বাহিনী থাকে না। সাহায্য আসে বড় স্টেশন থেকে। এটাই দণ্ড।

হাওড়া সিটি পুলিশ সুন্দে খবর, সম্প্রাপ্তি বালিচক-হাওড়া ছেনে উলুবেড়িয়া থেকে হাওড়ায় ফিরছিলেন সমুদ্রগড়, কালনার বাসিন্দা হাবিব মণ্ডল। বছর পাঁচালিশের এই ব্যক্তি পেশায় বজ্র ব্যবসায়। সমুদ্রগড় থেকে তাঁরে শাড়ি এনে তিনি কলকাতা, হাওড়া ইত্যাদি জায়গায় বিক্রি করেন। তাই সপ্তাহে প্রায় তিন-চার দিন তাঁকে হাওড়ায় আসতে হয়। পুলিশ জানায়, বুধবারও তিনি উলুবেড়িয়া গিয়েছিলেন বিক্রি হওয়া শাড়ির টাকান নিতে। কাজ সেবে একটা কালো ব্যাপে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা নিয়ে তিনি টেনে হাওড়ায় এসে সেখান থেকে সমুদ্রগড় যাওয়ার হেন ধরার পরিকল্পনা করেছিলেন। পুলিশ জানায়, সিগন্যাল, না মেলায়, টিকিয়াপাড়া ও দাশনগর স্টেশনের মধ্যে টেনটি দৌড়িয়ে পড়ে। ওই সময় প্রেসকর্ম করতে টেন থেকে নেমে, পড়েন হাবিব। ইতিমধ্যেই টেন ছেড়ে চলে যায়। অগত্যা হাবিব অঙ্ককার রেলপথ দিয়ে দাশনগর স্টেশনের দিকে এগিয়ে শুরু করেন। তখনই আচমকা পিছন থেকে দুই দুর্ঘটী তাঁর ডান হাতে ধরে থাকা

টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। শুরু হয় টানাটানি, ধর্জাধর্জি। আচমকা এক দুর্ঘটী কোমর থেকে অঙ্গ বার করে হালিবের বাঁ হাতে পরপর দুটি কোপ মারে। যজ্ঞগার তিনি রেললাইনের উপরে বসে চিকিৎসা করতে থাকেন। অভিযোগ, ব্যবসার ডেকে কারও সাড়া না পাওয়ায় তিনি কোনও রকমে দাশনগর স্টেশনে এসে পৌছন। কিন্তু সেখানেও কোনও রেল কর্মীর দেখা না দেয়ে স্টেশন থেকে রেখিয়ে হাওড়া-আমতা রোডে এসে দাঁড়ান। তাঁর অর্থাৎ দেবে জানীয় দোকানদারেরা সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পরে তিনি দাশনগর ধানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন।

হাওড়ার এসিপি (দক্ষিণ) জলাম সারোয়ার বলেন, "ঘটনাটি রেলের এলাকায় হলেও যা হেতু আক্রান্ত দাশনগর ধানায় অভিযোগ জানাতে এসেছিলেন তাই আমরা ফেরাইনি। তদুৎপূর্বক হয়েছে।"

কিন্তু পুরু উঠেছে, প্রতি বাজেটে রেল ধরন যাত্রী নিরাপত্তার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করছে তখন হল্ট স্টেশনগুলিতে যাত্রী সুরক্ষার সামান্যতম ব্যবস্থা থাকবে না কেন?

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের বৃক্ষ জনসংযোগ আধিকারিক সংজ্ঞয়ের বলেন, "হল্ট স্টেশনগুলিতে ব্যবস্থা এ রকমই। রেলের কোনও কর্মী থাকেন না। সাহায্যের প্রয়োজন হলে এই ব্যক্তিকে দুটি স্টেশন পরে সার্তাগাছ স্টেশনে যেতে হতো সেখানে গোলো সর সাহায্য মিলত।"



হাবিব মণ্ডল